২৩-০৫-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - শিববাবা হলেন নিষ্কাম, নম্বর ওয়ান ট্রাস্টি, ওঁনাকে তোমাদের পুরানো ব্যাগ-ব্যাগেজ ট্রান্সফার করে দাও, তবে সত্যযুগে তোমরা নতুন পেয়ে যাবে"

প্রশ্ন : - বাবাকে কোন্ বাচ্চাদেরকে সর্ব প্রকারে সামলাতে হয় ?

যারা নিশ্চয় বুদ্ধি হয়ে বাবাকে সব সমাচার দেয়, বাবার থেকে প্রতিটি পদক্ষেপে ডায়রেকশন নিয়ে থাকে - এমন বাচ্চাদের বাবা ভীষণ খেয়াল রাখেন। বাবা বলেন মিষ্টি বাচ্চারা, কখনোই শ্রীমতে সংশয় আসা উচিত নয়। সংশয় এলো তো মায়া অনেক অনেক ক্ষতি করে দেবে। তোমাদেরকে (ঈশ্বরীয় পদের) উপযুক্ত হতে দেবে না।

গীত : - তোমার দ্বারে এসেছি শপথ নিয়ে, হৃদয় হাতের মুঠিতে নিয়ে, যাব না মোরা ফিরে....

ওম্ শান্তি। মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চারা গীত শুনল । বাচ্চা তাদেরকে বলা হয় যারা বাবার হয়। বাবা বাচ্চাদের বুঝিয়েছেন যে - এ এই অন্তিম জন্ম হল মরজীবা জন্ম, বেঁচে থাকতে থাকতে বাবার হতে হবে। এ তো বাচ্চারা জ্ঞানে, শ্রীমৎ - ই রয়েছে। শ্রীমদ্ ভগবানুবাচঃ। সেই গীতাতে তো কৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে। কিন্তু প্রথমে হলেন শিববাবা, তারপরে ব্রহ্মা, তারপর কৃষ্ণ। তাই শ্রীমৎ কৃষ্ণের--এ কথা বলা যাবে না। কৃষ্ণ হলেন দৈবী গুণ সম্পন্ন মানুষ। মানুষকে পতিত-পাবন বলা যায় না। পতিতকে পবিত্র বানান একমাত্র বাবা-ই ।যার শ্রীমতে তোমরা চলছ। নিরাকার পরমাত্মা হলেন সকল ধর্মের মানবের পিতা । কৃষ্ণকে সবাই মানবে না। ক্রিস্টানরা ক্রাইস্টকে ফাদার মানে, কৃষ্ণকে নয়। কেননা ক্রিস্টানরা হল ক্রাইস্ট এর বংশাবলী।

শিববাবা এসে তোমাদেরকে নিজের বানান। তিনি বলেন - মাথায় হাত রেখে বাবার হয়েছ - ওঁনার ডায়রেকশ অনুযায়ী চলার জন্য। বাচ্চাদের ওঁনাকে মত দেওয়ার প্রয়োজন নেই, তিনি স্বয়ং হলেন শ্রীমৎ প্রদাতা। এমন নয় যে - উনি এরূপ কেন বলছেন ? না তা নয়। এরা সকলে হল ওঁনার বাচ্চা। শিববাবা হলেন খুবই নামী। উনি যে মত দেবেন, যা বলবেন সবই রাইট করবেন। এই সাকারের (ব্রহ্মা বাবাকে দিয়ে) দ্বারা যা কিছু করাবেন তা রাইট - ই হবে। কেননা তিনি হলেন করনকরাবনহার। ব্রহ্মাকেও উনি মত দেন যে এটা করো। তোমাদের কানেকশন হল শিববাবার সাথে। কারো অবগুণ দেখবে না। শ্রীমত অনুসারে চলতে হবে। শিববাবা তো হলেন নিরাকার, সাক্ষী। উনি এখানে থাকেন না। তোমরাও এখানে অন্যের বাড়িতে রয়েছ। এরপর স্বর্গে গিয়ে নিজের বাড়িতে থাকবে। শিববাবা বলেন - আমি তো এখানে থাকব না। আমি তো সঙ্গম যুগে অল্প সময়ের জন্য এসে থাকি।

তোমরা হলে সত্যিকারের স্যালভেশন আর্মি (মুক্তি সেনা)। সুপ্রিম বাবা ডায়রেকশন দিচ্ছেন, হুবহু কল্প পূর্বের মতো। কল্প পূর্বে যে ডায়রেকশন দিয়েছিলেন সেটাই দেবেন। দিন রাত তিনি গূঢ় থেকে গূঢ় কথা শোনাতে থাকেন। নতুনরা তার কিছুই বুঝতে পারবে না। করাচী থেকে মুরলী শুরু হয়ে এখনও চলছে। আগে বাবা মুরলী চালাতেন না। রাত দুটোয় উঠে ১০-১৫ পাতা লিখতেন। শিববাবা ওনাকে দিয়ে লেখাতেন। তারপর তার অনেক গুলো কপি করাতেন। ভক্তি মার্গে তো বড় বড় পুস্তক

বের করতেই থাকে। তারপর সেগুলো জমা করতে থাকে। তোমরা কত জমা করবে ! কেননা তোমরা জানো যে এ সবই বিনাশ হয়ে যাবে। চিত্র ইত্যাদি সবই স্বল্প সময়ের জন্য। তারপর সব চাপা পড়ে যাবে। সেখানে না শাস্ত্র থাকবে না চিত্র। তারপর আবার এই এখন যা কিছু চলছে, পরবর্তী কল্পে আবার রিপিট হবে। শাস্ত্র ইত্যাদি দ্বাপর থেকে শুরু হবে। যার জন্য বাবা বাচ্চাদের বুঝিয়ে থাকেন যে, এসব থেকে পরমধামের রাস্তা পাওয়া যাবে না। গ্রন্থ গুলি আগে অনেক ছোট ছিল, দিন দিন বড় বানিয়েই যাচ্ছে। বাস্তবে শিববাবার জীবন কাহিনী বড় বানানো উচিত। বাচ্চারা তোমরা বাবার জীবন কাহিনী জানো।

বাবা বাচ্চাদের বোঝান - আমি ভক্তি মার্গে কত কিছুই না করি। ভক্তি মার্গেও ইনশিওরেন্স করে থাকি। ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে মানুষ দান করে। বলে থাকে না - অমুক ব্যক্তি ভগবানের উদ্দেশ্যে দান করেছিল বলেই বড় লোকের বাড়িতে জন্ম নিয়েছে। ভক্তিতে অনেক ধর্মাত্মা থাকে। বাবা বলেন আমি বাচ্চাদেরকে পরের জন্মে এর অল্প কালের জন্য ফল দিতে এসেছি। ভালো বা খারাপ ফল লাভ তো হয়ই। মায়া উল্টো কর্ম করায়, যার ফলে তোমরা দুঃখ পাও । এখন আমি তোমাদেরকে এমন কর্ম শেখাই, যার ফলে কখনোই দুঃখ হবে না আর সেখানে মায়াও থাকে না। তো যে যত নিজেকে ইনশিওর করতে পারে।

শিববাবাও হলেন নম্বর ওয়ান ট্রাস্টি। কারো কারো কোনো কোনো বিষয়ের প্রতি আসক্তি যায়, কোনও ট্রাস্টি আবার অন্যের অন্নকে খারাপ করে দেয়। তখন বাচ্চারা বলে বাবা দেখো কেমন ট্রাস্টি ! বাবা বলেন এ সব কিছুই হল বাচ্চাদের জন্য। তোমাদের সব কানেকশন হল শিববাবার সাথে। বাবা বলেন আমি হলাম সত্যিকারের ট্রাস্টি । আমি নিজে সুখ নিই না। বাচ্চাদেরকে পুরো রাজধানী দিয়ে দিই। এই বাবাও বলেন (ব্রহ্মা বাবা) - আমি ফুল ইনশিওর করিয়ে নিয়েছি। তন-মন-ধন সব বাবার সার্ভিসে। সিন্ধি তে একটি প্রবাদ আছে - " হাথ জিসকা দিয়ে পহলা পুর সো পৌঁছে" অর্থাৎ দাতা সমান হাত যার সে-ই এক নম্বরে পৌঁছে যায়। দু'মুঠো দিলে মহল পাওয়া যায়। দেখো, এখন বাড়ি তৈরি হচ্ছে, কেউ কেউ এক টাকাও পাঠিয়েছে - আমার জন্য ইঁট লাগিয়ে দাও । আরে তুমি তো প্রাসাদ পাবে, কেননা তুমি গরিব যে। আমি তো হলামই দীননাথ । গরিবের এক টাকা, বিত্তবানের ১০ হাজার। দু' জনের একই পদ প্রাপ্তি হয়। বিত্তবানেরা খুব সহজে আসতে চায় না। কন্যারা হল সব থেকে ফ্রি। নম্বর ওয়ান দেখ মাম্মা হয়ে গেলেন। ব্রহ্মা বাবা সব কিছুই দিয়ে দিয়েছিলেন, তাও প্রথমে লক্ষ্মী তারপর নারায়ণ, কী অদ্ভুত না !

কখনোই কোনো বিষয়েই সংশয় আসা উচিত নয়। খুবই মিষ্টি হতে হবে। প্রতিটি কদমে শ্রীমৎ অনুসরণ করতে হবে। নইলে মায়া অনেক ক্ষতি করিয়ে দেয়। কতো বাচ্চাদেরকে ডায়রেকশন দিতে হয়। বাবা তাই বলে পুরো সমাচার লেখো। তবেই বাবা সব দিক থেকে তোমাকে রক্ষা করবেন। বাবার বাচ্চাদের দিকে সম্পূর্ণ খেয়াল থাকে - বাচ্চা যাতে সম্পূর্ণতার শিখরে চড়তে পারে। ঈশ্বরীয় পাঠে সম্পূর্ণ মন দেওয়া উচিত। তোমরা হলে মোস্ট বিলাভড (সবচেয়ে প্রিয়) ফাদারলী স্টুডেন্ট। ভগবানুবাচও রয়েছে স্মরণ করা হয় । কিন্তু কিন্তু এতে কৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে। কৃষ্ণও মানবের মধ্যে সব থেকে শ্রেষ্ঠ। প্রথম নম্বরে কৃষ্ণকে বসায়, নারায়ণকে নয় কেন ? কৃষ্ণ হল ছোট, সতোপ্রধান । তারপর যুব এবং বৃদ্ধাবস্থা হয়। বালককে ব্রহ্ম জ্ঞানী সমান বলা হয়। বাচ্চারা পাপ কর্ম করে

না। কৃষ্ণেরও জন্মদিন পালন করে। কৃষ্ণকে দ্বাপরযুগে নিয়ে গেছে। এ সবই বাবাই বোঝান বাচ্চাদেরকে।

এই সময় তোমরা ব্রাহ্মণরা হলে উত্তম। তোমরা হলে ঈশ্বরীয় সন্তান। সত্যযুগে ঈশ্বরীয় সন্তান বলা হবে না। ঈশ্বরের থেকে নিশ্চয়ই স্বর্গের প্রাপ্তি হবে। এ হল তোমাদের অতি অমূল্য দুর্লভ জীবন। তাই তো সকলের হতে পারে না। এই ড্রামাই এমন তৈরী হয়ে রয়েছে। যারা কল্প পূর্বে পড়েছিল, তারা-ই আবার পড়ছে। ভগবানই নিশ্চয় ভগবান ভগবতী রচনা করেন। কিন্তু আমরা তাদেরকে ভগবান ভগবতী বলতে পারি না। কেননা গড ইজ ওয়ান। এই নিরাকারেরই হল সকল মহিমা। সাকারের থোড়াই মহিমা হয় ! লক্ষ্মী - নারায়ণকে নিরাকারই এমন বানিয়েছেন। তোমরাও বাবার দ্বারা স্বর্গের মালিক তৈরী হচ্ছ। রাজযোগ শিখছ। বরাবর গীতাতে রাজযোগ রয়েছে। রাজত্ব যখন স্থাপিত হয়েছিল তাহলে তো সেই সময় বিনাশও হয়েছিল। এখন হল সঙ্গম। শিববাবা আসেন এবং এই খেলা সমাপ্ত করেন। তারপর কৃষ্ণের জন্ম হয়। ভক্তি মার্গে অনেক বড় বড় মন্দির বানায়। সেই সব মন্দিরে কোটি কোটি টাকার সম্পদ ছিল। এখন তো সব লোপ হয়ে গেছে। ভক্তি মার্গের শাস্ত্র পড়তে পড়তে, যাত্রা করতে করতে মন্দির বানাতে বানাতে আর খরচা করতে করতে ভারত কাঙ্গাল হয়ে গেছে।

এখন তোমরা যেমন মাস্টার নলেজফুল হয়ে গেছ, বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, আনন্দের সাগর, ব্লিসফুল, এ সবই হল বাবার মহিমা। বাবা বলেন - ভারত হল সবচেয়ে সুন্দর তীর্থ স্থান। কিন্তু কৃষ্ণের নাম দিয়ে দেওয়াতে সমস্ত সম্মান নষ্ট করে দিয়েছে। নাহলে সকল শিব মন্দিরেই ফুল চড়াত । সকলের সদ্গতি দাতা হলেন সেই এক। আধা কল্প তোমরা প্রালব্ধ ভোগ করে নীচে আসো। সবাইকে তমোপ্রধান হতেই হবে। এখন বাবা বলেন তোমার যা যা ব্যাগ ব্যাগেজ আছে সব আমাকে দিয়ে দাও, তোমাকে আমি সত্যযুগে ট্রান্সফার করে দেব। আমি তো কিছুই নিই না। মানুষ তো নিজের জন্যই করে, আবার বলে আমি তো নিষ্কাম ভাবে করি। কিন্তু নিষ্কাম তো কেউ করতে পারে না। সব জিনিসেরই ফল অবশ্যই প্রাপ্ত হয়। আমি তো বাচ্চারা তোমাদেরকে অবিনাশী জ্ঞান-রত্ন প্রদান করি । তোমাদের জন্যই আমি বৈকুন্ঠ নিয়ে আসি। বাচ্চাদের সার্বভৌমত্বের সুভিনিয়র (সওগাত) প্রদান করি । তো সেটা নেওয়ার জন্য যোগ্য হতে হবে। স্বর্গের মালিক হতে হবে। হাতের উপরে বহিস্ত (স্বর্গ) লাভ হয়। সেকেন্ডে জীবনমুক্তি বা সেকেন্ডে বাদশাহী। দিব্য দৃষ্টি দাতা হলেন শিব বাবা । সেকেন্ডে বৈকুন্ঠে নিয়ে যান। এই সাকার বাবার হাতে চাবি নেই। বাবা বলেন আমি বাচ্চারা তোমাদেরকে রাজত্ব প্রদান করি। আমি রাজত্ব করি না। তারপর তোমরা যখন ভক্তি মার্গে যাবে তখন তোমাদেরকে দিব্য দৃষ্টির দ্বারা মনোরঞ্জন করব। কত সুন্দর ভাবে বাবা তোমাদের বোঝান।

বাবা কল্প - কল্প, কল্পের সঙ্গমে এক বারই আসি। বাকি এত এত অবতার - সে সব হল গালগল্প। এই শাস্ত্র হলই ভক্তি মার্গের । সে সবই পূর্ব থেকেই ফিক্সড রয়েছে, নতুন কিছু নয়। যা কিছু হয় তা ড্রামাতেই রয়েছে, একে সাক্ষী হয়ে দেখো। বাবা খুব ভালো ভাবে বাচ্চাদের বোঝান - বাচ্চারা, আমি তোমাদের ইনশিওর ম্যাগনেট (ইনশিওরেন্সের বড় ব্যাপারী) তোমাদের একটি পাই পয়সাও নষ্ট করি না। কড়ি থেকে তোমাদেরকে হীরে তুল্য বানাই । এই সবই শিববাবা এনার দ্বারা বলেন। করনকরাবনহার হলেন তিনি। নিরাকার এবং নিরহঙ্কারী তিনি। গড ফাদার কীভাবে বসে পড়ান।

বাবা কখনও এমন বলেন না যে আমার চরণে পড়ো। বাবা হলেন ওবিডিয়েন্ট স্টুডেন্ট। বাবা বলেন যাদেরকে মালিক বানিয়েছি তারা প্রথমে অনেক অনেক সুখ ভোগ করে, এখন সবাই দুঃখী হয়ে গেছে । সুখও অনেক পাওয়া যায়, কোনো ধর্মে এত সুখ পাওয়া যায় না। এমন বলতে পারবে না যে কেবল ভারতবাসীকেই কেন ? অন্যদেরকে নয় কেন ? আরে এত এত মানুষ, সবাই তো আসতে পারবে না। ড্রামা এমনই তৈরী হয়ে আছে। ভারতেই দেবী দেবতা ধর্ম ছিল। ভগবান এসে সত্যিকারের রাজযোগ শিখিয়েছিলেন। বাবা বলেন আমি আবার এসেছি। তোমরা ৮৪ জন্ম পার্ট বাজিয়েছ, এখন আবার ঘরে ফিরে যাবে। এই বস্ত্র অনেক পুরানো হয গেছে। সাপের মতো (সাপ যেমন খোলস ত্যাগ করে)। সন্ন্যাসী তখন বলে আত্মা, পরমাত্মার মধ্যে লীন হয়ে যায়। এই অবস্থায় থাকতে থাকতে তারপর শরীর ত্যাগ করে। কিন্তু ব্রহ্মতে তো কেউ লীন হয় না। কিন্তু তাদের মধ্যেও কেউ কেউ প্রখর হয়। শান্ত হয়ে বসে শরীর ত্যাগ করে। ব্রহ্ম তো বাবা নয়। এ হল তাদের বুদ্ধির ভ্রম। যেমন হিন্দুদের এই ভ্রম রয়েছে যে আমরা হলাম হিন্দু ধর্মের। আরে, হিন্দু ধর্ম কোথা থেকে এসেছে ? এটা তো হল হিন্দুস্তানের নাম। সত্যযুগে একটাই ধর্ম ছিল । এখন দেখো কত ধর্ম ! কত কত ভাষা ! সেখানে তো ভাষাই একটি। বলে ওয়ান গভর্নমেন্ট চাই, কিন্তু সব গভর্নমেন্ট ওয়ান কীকরে হবে। ব্রাদারহুড কী তাও বোঝে না। সর্বব্যাপী বলে দেয়, তাহলে তো ফাদারহুড হয়ে গেল। তাহলে ফাদার বলে কাকে ডাকবে ? এটাও বোঝার বিষয় তাই না। আচ্ছা !

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার : -

১) কারও অবগুণ দেখবে না। এক শিববাবার সাথে কানেকশন রেখে ওঁনার যে শ্রীমৎ প্রাপ্ত হয় তাতে রাইট (সঠিক) মনে করে চলতে হবে। শ্রীমতের উপরে কখনো সংশয় ওঠাবে না।

২) নিজের তন-মন-ধন-কে পুরো ইনশিওর করতে হবে। প্রতিটি কদমে শ্রীমৎ নিতে থাকবে। ঈশ্বরীয় পাঠের উপরে সম্পূর্ণ ধ্যান দিতে হবে।

বরদান : - ন্যাচারাল অ্যাটেনশন বা অভ্যাস দ্বারা নেচারকে (প্রকৃতি) পরিবর্তন করতে সমর্থ সিদ্ধি স্বরূপ ভব

তোমাদের সকলের নিজ সংস্কার হল অ্যাটেনশানের। যখন টেনশনকে স্থান দিতে পার তবে অ্যাটেনশন রাখা এমন কী বড় ব্যাপার। তো এখন অ্যাটেনশনেরও টেনশন থাকবে না বরং সেটা ন্যাচারাল অ্যাটেনশন হবে। আত্মার ডিট্যাচ হওয়ার ন্যাচারাল অভ্যাস হবে। আত্মা ডিট্যাচ ছিল, আত্মা ডিট্যাচ এবার ডিট্যাচ হয়ে যাবে । যেমন বাণীতে আসার অভ্যাস এখন পাকা হয়ে গেছে, তেমনি বাণীর ঊর্ধে, ডিট্যাচ হওয়ার অভ্যাসও ন্যাচারাল হয়ে গেলে তখন ডিট্যাচ ভাবের শক্তিশালী ভাইব্রেশনের দ্বারা সেবাতে সহজ সিদ্ধি প্রাপ্ত করবে এবং এই ন্যাচারাল অভ্যাস নেচারকেও বদলে দেবে।

স্লোগান : – অশরীরী ভাবের এক্সরসাইজ এবং ব্যর্থ সংকল্পের ভোজনের সতর্কতা গ্রহন করলে এভার হেল্দী থাকবে।